

গ্রাম বাংলার ধর্ম এবং বিজ্ঞানবাদ

অর্ণব বাবু,

অপরাধ নেবেন না। আপনি বাংলার ধর্মের উপর যে বিশ্লেষণ দিলেন, সেটা মানতে গেলে, বাংলার সহজিয়া ধর্মের অস্তিত্বই থাকে না। এই সব সুফী মার্জারের দরগায় যারা আসে, তারা কি দুবেলা পেট পুরে খাওয়া মানুষ?

আমি বড় হয়েছি নদীয়া জেলার এক প্রত্যন্ত মফঃশহরে। বাংলার বৈষ্ণব, আউল, বাউলদের এ এক তীর্থস্থান। বাউলরা খুব বড়লোক না কি? কোন গ্রামের কোন হিন্দু দরিদ্রের পূর্ণ কুটিরে পা রেখেছেন? দেখবেন যার কিছু নেই, তারও গৃহকোনে, নদের নিমাই আছে। কোন ভাঙা মুসলীম গৃহে ঢুকুন, দেখবেন কোন না কোন সুফীবাবার মার্জারের ছবি। যার পেটে কিছু নেই, ঈশ্বর তাকে খাওয়ায় না বটে, কিন্তু খাবার জোগার যে হবে, এবং কাল সে বেঁচে থাকবে, সেই ভরসার স্থলটি কিন্তু ঐশ্বরিক। তা না হলে, সহজিয়া ধর্ম যুগ যুগান্তর ধরে এতো মহামারী, দারিদ্র এবং নিষ্পেষন সহ্য করে টিকে আছে কি করে?

অষ্টপ্রহর হরি সংকীর্তনে যারা ভির করে, তারা কি খেতে পাওয়া লোক? নাকি ১৯৯৭ সালের ভোটে বিজেপির হিন্দুত্ব গরীবরা বর্জন করেছিল?

এটা ঠিক মানুষের আধ্যাত্মিকতার চাহিদা আসে তৃতীয় স্তরে। প্রথমে মানুষ পেট পুরে খেতে চাই। সেটা মিটলে, চাই যৌন চাহিদা। যৌন চাহিদা মানেই, শুধু কোন মেয়ের সাথে সঙ্গাম নয়। অপত্য স্নেহ থেকে, রাজনৈতিক ক্ষমতা নানান রূপে এর প্রকাশ। এর পরে আসে আধ্যাত্মিকতার চাহিদা। আপনি আমার এই লেখাটা পড়তে পারেনঃ

http://www.mukto-mona.com/Articles/biplab_pal/Spiritualism1.pdf

দারিদ্র্যের সমাধান কি?

একবারও ভেবে দেখেছেন বাংলার কৃষক আজকাল কেন আত্মহত্যা করে? কম উৎপাদনের জন্য নয়, পাটের উৎপাদন বেশী হলে চাষি দাম পায় না। বিশাল লোকসান হয়। বাজার অর্থনীতির বিজ্ঞান মশাই। দরকার ছিল স্যাটেলাইট ইমেজিং করিয়ে কৃষিজ উৎপাদনের একটা ভবিষ্যতবানী দেওয়া। যাতে কৃষকরা বেশী উৎপাদন করে, বাজার অর্থনীতির বলি না হয়। সেটা না করে, সবাই রাজনীতি করছে।

এটাই বিজ্ঞানবাদের মূল বক্তব্য। বিজ্ঞান দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করতে হবে।

ব্রাহ্ম সমাজের উপর আপনার বক্তব্য মানা গেল না। বিজ্ঞানবাদের প্রচার ব্রাহ্ম সমাজের প্রচার নয়। স্টুয়ার্ট মিলস বলে ছিলেন, অসীমের উপর বিশ্বাস রাখা মানে, আরেকটা ধর্ম সৃষ্টি করা। ব্রাহ্ম সমাজের সাথে ইহুদী, ইসলাম বা খৃষ্টানদের পার্থক্য কি? স্টুয়ার্ট মিল পড়লে, পরিষ্কার হয়ে যায়, ব্রাহ্ম সমাজের হিন্দু ধর্মে বিলোপ হওয়াটাই স্বাভাবিক।

বিজ্ঞানবাদ মানে কোন ধর্ম পালন নয়-মননশীলতায় বিজ্ঞান আনা। জীবনের সমস্ত সিদ্ধান্তে বিজ্ঞানের সুরণাপন্ন হওয়া।

উদাহরন দিচ্ছি।

আমার এক বিশেষ বন্ধু, এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনায় মারা গেল। ও তখন আই আই টি তে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার বাবা ছিল না, ছিল এক বিধবা মা। তিনি সাহিত্য এবং বিজ্ঞানে বেশ পন্ডিত। পেশায় স্কুল শিক্ষিকা। বন্ধুটি ছিল একমাত্র সন্তান।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, এটা নিয়ে মানুষ সব সময় ভাবে না। ভাবে এই রকম সংকটময় মুহুর্তে। সেখানেই আধ্যাত্মিকতা অবধারিত ভাবে চলে আসে।

আমার সেই বন্ধুর মা, যদি ভাবতেন, তার শিক্ষিকার অস্তিত্বেই জীবনের সব প্রশ্নের উত্তর মিলে যাবে, তাহলে তো কোন সমস্যা ছিল না। মানব জীবন র্যান্ডম ভাবেও ঠিক ছিল। খেলে বসেই জীবনটা কাটাতে পারতেন।

একমাত্র সন্তানের মৃত্যুতে, স্বামীহারা এক মা, জীবনে বেঁচে থাকার রসদ কোথা থেকে পাবে? তার অর্থনৈতিক, বৌদ্ধিক অবস্থান কি, তাকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে?

আমি আগেই বলেছিলাম, বিজ্ঞান আসলেই গভীরতম দর্শন। এই রকম ক্রান্তি মুহুর্তে, সাধারণত মানুষ ধর্মে সিদ্ধান্ত খোঁজে। এই ভদ্রমহিলাও বাকী জীবনটা আশ্রমিক হয়ে, জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করছেন।

এখানেই বিজ্ঞানের গভীরতম দর্শনের রস অনুসন্ধান করা যেতে পারে। যার উত্তর মানবিকতাবাদ বা যুক্তিবাদে পাওয়া যাবে না। ধর্মে নৈবচ।

যদি ধরে নিই, রিচার্ড ডকিনসের স্বার্থপর জীনের তত্ত্ব ঠিক, তাহলে, ভদ্রমহিলার আসল সমস্যা হচ্ছে, তিনি তার জেনেটিক তথ্য টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয়েছেন। সেইজন্য, তার নিজের জীবন ব্যর্থ বলে মনে হচ্ছে। সেটাই আসল শুন্যতা। উনি ধর্মানুসন্ধান না করে, যদি বিজ্ঞানবাদ অনুসরণ করতেন, তাহলে, নিজের ডিম্বানু দিয়ে, সারোগেট মাতার গর্ভে নিজের জেনেটিক কোড টেকাতে পারতেন। এটাতো এখন কোলকাতাতে হামেশাই হচ্ছে। এবং এটাই তার জীবনের পূর্ণতা আনত।

বিজ্ঞান মানুষের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এটা ঠিক, কারণ আধুনিক

বিজ্ঞানের বয়স বড়জোর চারশো বছর। কিন্তু এর থেকে আরো যেটা ঠিক, সেটা হল, বিজ্ঞানের এই অসম্পূর্ণ উত্তর, ধর্মের ধাপ্লাবাজীর উত্তরের থেকে শতগুন উত্তম। সমস্যা আসলে অন্য জায়গায়। এই উত্তরগুলো ধর্মে সহজে মেলে। বিজ্ঞানে খুঁজতে গেলে, প্রচুর পড়তে হয়। জানতে হয়। ফলে লোকে সহজ পথটা নিয়ে থাকে। বটতলার সাহিত্য, মানে ধর্মগ্রন্থ পড়ে। এই জন্য বিজ্ঞানবাদ দিয়ে, আধ্যাত্মিকতার মূল প্রশ্নগুলির উত্তর দিতে হবে। সেটাই ছিল বক্তব্য। এই কাজটাই বন্যা আর অভিজিত করছে। আমিও করছি বিক্ষিপ্ত ভাবে।

ধর্মে, ঈশ্বরে যারা বিজ্ঞান পাচ্ছে তারা পাগল এবং গাধা। এই রকম বেশ কয়েকটি ছাগলকে, আমরা মুক্তমোনায় ভুতছারা করিয়েছি। সমস্যাটা হচ্ছে, এ দেশে ল্যাবেরটরী ভিত্তিক বিজ্ঞান পড়ানো হয় না। ছাত্ররা পড়ে কিছু ইকুয়েশন, সেটাকেই বিজ্ঞান ভাবে। রবীন্দ্রনাথ ল্যাবেরটরীতে যা লিখেছিলেন, তা এখনো সত্য। আমাদের বিজ্ঞান সমাজে সবাই রেবতী, কেও নন্দকিশোর নয়। কোরানে আর বেদে কোয়ান্টাম মেকানিক্স পাওয়া লোকেদের আগে মুক্তমোনায় পাওয়া যেত। ইদানিং আমাদের হাতে গাধা প্রমানিত হবে বলে, আর আসছে না। আপনার কোন ছাত্রকে যদি এই রূপ ভূতে পেয়ে থাকে, মুক্তমোনায় পাঠিয়ে দিন। ভুত ছেরে যাবে।

বিপ্লব

১০/২৮/০৫

